মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেল ৯ম পে-স্কেল

ছবি: সংগৃহীত

সরকারি কর্মচারীদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেল-২০২৬ অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নতুন কাঠামোয় সর্বনিম্ন প্রারম্ভিক মূল বেতন ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা।

সোমবার (৩১ আগস্ট) মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন বেতনস্কেল অনুমোদন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যৌথবাহিনী নির্দেশাবলী-২০২৬ও অনুমোদিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, নতুন পে-স্কেল ১ জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। তবে পুরো বেতন কাঠামো একসঙ্গে বাস্তবায়ন না করে দুই অর্থবছরে ধাপে ধাপে কার্যকর করা হবে।

নতুন বেতনস্কেলে বর্তমানের ২০টি গ্রেড বহাল রাখা হয়েছে। সর্বনিম্ন গ্রেডের মূল বেতন বাড়বে ১৪২ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ গ্রেডে নির্ধারিত বেতন বাড়বে ১০০ শতাংশ। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ গ্রেডের বেতনের ব্যবধানও কমানো হয়েছে।

LENS ASIA

সরকার জানিয়েছে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৭ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত তিন ধাপে মূল বেতন কার্যকর করা হবে। বিভিন্ন ভাতা একযোগে কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে।

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাসে ৯ হাজার টাকা বা তার কম নিট পেনশন পাওয়া ব্যক্তিদের পেনশন ১০০ শতাংশ বাড়বে। পেনশনের পরিমাণ অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫৫ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানদের জন্য প্রথমবারের মতো মাসিক ৩ হাজার টাকা প্রতিবন্ধী সন্তান ভাতা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সব গ্রেডের কর্মচারীকে মোবাইল ভাতার আওতায় আনা হবে।

সরকারের হিসাবে, নতুন বেতনস্কেল বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ২৪ লাখ সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী এবং সোয়া ৯ লাখ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও অন্যান্য সুবিধাভোগী উপকৃত হবেন। এর জন্য সরকারের অতিরিক্ত বার্ষিক ব্যয় হবে আনুমানিক ১ লাখ ৫ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা।

ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন বা ওআরওপি পদ্ধতি ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। নতুন বেতনস্কেল বাস্তবায়নে মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ কমাতে ধাপে ধাপে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।